চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:২৯.১২.২০২৪

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত সংবাদ

আসুন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ি: মেয়র ডা. শাহাদাত

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখার আহবান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। দেশের সকল ধরনের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখা সহ সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে রোববার (২৯শে ডিসেম্বর) চট্টগ্রাম মহানগরীস্থ পিটিআই অডিটরিয়ামে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে সচেতন নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সম্প্রীতি সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন, চট্টগ্রামে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য চট্টগ্রামের সমাজের প্রত্যেকটা স্তরের মানুষকে অনুরোধ করছি। আমি যে ক্লিন সিটি বা পরিচ্ছন্ন চট্টগ্রামের কথা বলছি সেটার উদ্দেশ্য শুধু ড্রেন বা ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার নয়, মানুষের হৃদয় পরিষ্কার করাও বটে। সবাইকে শান্তির শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে সবার মন মানসিকতা পরিষ্কার করে প্রতিটা ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখে চলতে হবে আমাদের।"আমি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের দুটি চয়ন স্মরণ করিয়ে দিতে চাই "গাহি সাম্যের গান-যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান, যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রিশ্চান।" আমাদের এই সাম্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হবে। এই দেশ আমাদের। এই দেশে আমাদের থাকতে হবে এবং মরতে হবে। কাজেই এ দেশকে ভালোবাসতে হবে। যেভাবে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আমার ভাইয়েরা দেশকে ভালোবেসেছিল, যেভাবে ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ভালোবেসেছিল, এবং যেভাবে ২৪ সালের জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে ছাত্ররা দেশকে ভালোবেসেছিল, সেই একইভাবে আমাদের এই সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে হবে। আমাদের একটাই পরিচয় হওয়া উচিত আমরা সবাই বাংলাদেশী। এই মনোভাব যখন আমাদের মধ্যে থাকবে, তখন সম্প্রীতির বন্ধন ছাড়া অন্য কোনো প্রশ্ন উঠবে না।"জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম তার বক্তব্যে বলেন, তিনি চট্টগ্রামে মানুষের মাঝে যে পারস্পরিক ঐক্য দেখেছেন তা উদাহরণ হিসেবে পরবর্তী কর্মস্থলে গিয়েও চট্টগ্রামে মানুষের সম্প্রীতির কথা বলতে পারবেন। সম্প্রীতি বজায় রেখে জন্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষ সবাইকে মানুষ হিসেবে পরিচয় দেয়ার গুরুত্বারোপ করেন তিনি। সভায় বক্তারা ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একটা বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে ইস্পাত-দৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলতে ঐক্যমত প্রকাশ করেন।উক্ত সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি মোঃ কামাল উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফরিদা খানম, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, রায়হান উদ্দিন খান,পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম মহানগরের জামায়াতে আমির শাহজাহান চৌধুরী, মাওলানা নাসির উদ্দিন মুনির, যুগ্ম - মহাসচিব হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটি, চট্টগ্রাম, জেসমিন আরা সুলতানা পারু, প্রধান নির্বাহী, ইলমা, রাজীব ধর তমাল, পি.কে বড়ুয়া, বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা অধ্যাপক উপানন্দ মহাথের, নব পন্ডিত বিহারসহ বিভিন্ন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

প্রতিটি নাগরিকের সেবা পাওয়ার অধিকার আছে: মেয়র ডা. শাহাদাত

প্রতিটি নাগরিকের প্রাপ্য সেবার অধিকার থেকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বঞ্চিত করলে তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক প্রস্তাব গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। রোববার ৭নং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ড কার্যালয়ের সামনে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিদর্শন ও হাজিরা যাচাইকালে এ ঘোষণা দেন মেয়র। মেয়র বলেন, প্রতিটি নাগরিকের সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে অথচ, আজকেও আমরা কয়েকজন কর্মচারী চিহ্নিত করেছি যারা কাজ করছে না বা ফাঁকিবাজি করছে। পূর্বের সরকারের সময় যাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকে দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করছে না। আমরা এই ধরনের কর্মীদের জায়গায় নতুন কর্মী নিয়োগ দিব, যাতে কাজের মান উন্নত হয়। যারা নাগরিকদের প্রাপ্য সেবা দিতে ব্যর্থ হবে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। আমি চাই সবাই আন্তরিকভাবে কাজ করুক কারণ আমি জনগণের সেবক হিসেবে দায়িত্ব পালনে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ।"আমি প্রতিটি ওয়ার্ডে যাচ্ছি। আমার লোকরা ওয়ার্ডগুলোতে কার্যক্রম ঠিকমতো হচ্ছে কিনা যাচাই করছে। কিন্তু, ওয়ার্ডও ওয়ার্ডে অভিযান চালিয়েও আমি এখনো পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম নিয়ে শতভাগ সন্তুষ্ট নই। এখনো আমার লক্ষ্যের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশও অর্জন হয়নি। এটাকে যখন ৮০-৯০ শতাংশে যখন নিতে পারব তখনই মনে করব আমি সন্তুষ্ট। গত সরকার আমলে যারা ওয়ার্ড কাউন্সিলর ছিল তারা নিজেদের কিছু লোককে এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাদের একটি অংশ ফাঁকিবাজি করছে, কাজ করছেনা।" পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মীদের সতর্ক করে মেয়র বলেন, পরিমাণে মশার ওষুধ আমাদের কাছে আছে। মশার ওষুধের জন্য চিন্তার কিছু নেই। যত লাগে দিবে। কিন্তু মশার ওষুধ মারতে হবে। আমার মূল কথা হচ্ছে এটা স্প্রে করতে হবে। মানুষের দুর্ভোগ যাতে বন্ধ হয়। যারা ফাঁকিবাজি করবে আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি।

আমি বারবার বলছি এই দুই মাস শীতকাল যতদিন থাকবে কিউলেক্স মশা বাড়তে থাকবে। এ মশাগুলো খুবই ডিস্টার্ব করবে তাই মানুষের দুর্ভোগ যাতে না হয় এ ব্যাপারে আমরা বদ্ধপরিকর এবং সবাইকে এ ব্যাপারে কাজ করার জন্য সচেষ্ট থাকার জন্য আমি জোর অনুরোধ করছি। অন্যথায় হয়তোবা কাজের গাফিলতির জন্য কারো কারো চাকরিও চলে যেতে পারে।হাজিরা গ্রহণ শেষে মেয়র ওয়ার্ড কার্যালয়স্থ আরবান হেলথ সেন্টার পরিদর্শন করেন। এসময় মেয়র বলেন, এখানে ১০ শয্যা বিশিষ্ট একটি মাতৃসদন সেন্টার করার পরিকল্পনা আছে আমার। যেহেতু আমাদের এখানে কিছুটা জায়গা রয়েছে, তাই আমরা এই এলাকার রোগীদের জন্য একটি ছোট মাতৃসদন সেন্টার করার চেষ্টা করছি। যদি প্রতিটি ওয়ার্ডে এ ধরনের সেন্টার চালু করা যায়, তাহলে স্বাস্থ্যসেবা মানুষের কাছে আরও সহজে পৌঁছে যাবে বলে মনে করি। বর্তমানে এখানে নিয়মিত ৪০-৫০ জন রোগী দেখা হয়, তবে আমি চাই এই সংখ্যা বাড়িয়ে ১০০-২০০ জনে উন্নীত করা হোক। এরকম সুন্দর একটি জায়গায় এত কম রোগী কেন আসে, সেটা আমার বোধগম্য নয়। এজন্য আমি আরও বিজ্ঞাপন এবং প্রচারণা চালানোর নির্দেশ দিয়েছি। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার লতিফুল হক কাজমি, সহকারী প্রকৌশলী কামাল হোসেন সেলিম, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মা, মেয়রের একান্ত সহকারী মারুফুল হক চৌধুরী (মারুফ) সহ পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

পূর্ব বাকলিয়া পাবলিক স্কুলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মেয়র ডা. শাহাদাত
মেধার বিকাশের জন্য বই পড়ার বিকল্প নেই

শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের জন্য পাঠ্যবইর পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় বইর সাথে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন মনে করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। রোববার পূর্ব বাকলিয়া পাবলিক স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, স্বাস্থ্য, ও মানসিক বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।মেয়র বলেন, শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। মুখস্থ বিদ্যার বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের লাইব্রেরির বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এ অভ্যাস শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটাবে। তিনি নৈতিক শিক্ষার অপরিহার্যতা উল্লেখ করে বলেন, ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া নৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। আলোকিত সমাজ গড়তে শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গড়ে তুলতে হবে। মেয়র পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং ধর্মীয় চর্চার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, সব ধর্মেই স্রষ্টার প্রতি প্রার্থনার গুরুত্ব আছে। নৈতিক উন্নতির জন্য স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা ও প্রার্থনা করতে হবে। স্কুলে আসা মেয়েদের ইভটিজিংয়ের শিকার হওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মেয়র। তিনি বলেন, সমাজের সকল স্তরের মানুষড়মহল্লার সরদার, রাজনীতিবিদ, অভিভাবক, এবং শিক্ষকড়এ বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। অপরাধীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। ইভটিজিং প্রতিরোধে গড়ে তুলতে হবে সামাজিক প্রতিরোধ।মেয়র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ৯০-এর গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের চেতনা স্মরণ করে বলেন, শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে ন্যায্যতা ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। একটি শোষণমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গড়তে সুশিক্ষিত নাগরিক প্রয়োজন।মেয়র ৯-১৬ বছর বয়সী মেয়েদের এইচপিভি ভ্যাকসিন গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জরায়ু ক্যান্সার প্রতিরোধক এই ভ্যাকসিনটি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য টিকা প্রোগ্রামের আওতায় শিক্ষার্থীদের টিকা গ্রহণ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন তিনি।মেয়র শিক্ষার্থীদের শারীরিক চর্চা ও খেলাধুলায় উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, শুধু লুডু বা দাবা নয়, ব্যাডমিন্টন এবং দৌড় প্রতিযোগিতার মতো শারীরিক কার্যক্রমে অংশ নিতে হবে। শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকলে মন ভালো থাকবে এবং পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়বে। সকালের নাস্তা বাদ দিলে মস্তিষ্ক সঠিকভাবে কাজ করবে না। সকালের নাস্তায় দুধ, ডিম, এবং কলার মতো পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। এটি শিক্ষার্থীদের ক্লাসে মনোযোগ ধরে রাখতে সহায়তা করবে। এসময় পূর্ব বাকলিয়া পাবলিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ হারুনের (সাকিব) সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহমেদুর রহমান স্মৃতি সংসদের আহবায়ক মোঃ এমদাদুল হক বাদশা, সৈয়দ আব্দুল্লাহ আল সগীর, আলহাজ্ব মোঃ মহিউদ্দীন, আলহাজ্ব মোহাম্মদ সৈয়দ,জিন্নাত পারভীন, আকতার হোছাইন, নাসিমা ইয়াসমীন,শাহীন আক্তার চৌধুরী, শাহানা পারভীন, মোহাম্মদ ফরিদ, আব্দুল হাইসহ স্কুলের সকল সহকারী শিক্ষকবৃন্দ।

মশা নিয়ন্ত্রণে চসিককে ১৫টি ফগার মেশিন দিল মেঘনা ব্যাংক

সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে মেঘনা ব্যাংক পিএলসি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে (চসিক) ডেঙ্গু ও মশাবাহিত স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় ১৫টি অত্যাধুনিক ফগার মেশিন উপহার দিয়েছে। রোববার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে চসিক মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন এর নিকট ফগার মেশিনগুলো হস্তান্তর করেন মেঘনা ব্যাংকের জুবিলী রোড শাখার ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী। এসময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির চৌধুরীসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন মেঘনা ব্যাংকের এই উদ্যোগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। চট্টগ্রাম মহানগরে ডেঙ্গু ও অন্যান্য মশাবাহিত রোগের প্রকোপ কমাতে চসিক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে এই কাজ সফল করতে আমাদের সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। মেঘনা ব্যাংক যেভাবে এগিয়ে এসেছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।"তিনি আরও বলেন, "শুধু চট্টগ্রাম নয়, দেশের যেকোনো অঞ্চলে ডেঙ্গুর মতো মহামারি মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। আমি সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে মেঘনা ব্যাংকের মতো সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।"মেঘনা ব্যাংকের ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী জানান, “আমাদের

ব্যাংক সবসময়ই সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করে থাকে। এই কার্যক্রম তারই একটি অংশ। আমরা আশা করছি, এই ফগার মেশিনগুলো ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে চসিকের প্রচেষ্টাকে আরও কার্যকর করবে।”

দোকানে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারসহ বিভিন্ন অপরাধে ২৬ হাজার ৫ শত টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা এর নেতৃত্বে রবিবার নগরীর হালিশহর থানাধীন ফইল্যাতলী বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানকালে ফইল্যাতলী বাজারের বিভিন্ন দোকানে ক্ষতিকর পলিথিন শপিং ব্যাগ ব্যবহার, মূল্য তালিকা না টাঙ্গানো এবং নালা ও ফুটপাত দখল করে দোকান বসানোর অপরাধে ১২ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজুপূর্বক ২৬ হাজার ৫ শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এই সময় প্রায় ২৫ কেজি ক্ষতিকর পলিথিন ব্যাগ জব্দ করা হয়।চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮